SEMESTER-1
PAPER:CC-1
MODULE-2
পাঠ প্রণেতা: ড. অনুরাধা গোস্বামী

অনুবাদ সাহিত্য এবং রামায়ণ :

১২০২ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি আক্রমণে বঙ্গ জীবনে এক ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনে মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী। এই আক্রমণে অসহায় লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপ ছেড়ে পলায়ন করেন ।তুর্কি আক্রমণ প্রতিহত করার কোন চেষ্টাই বাঙ্গালীদের মধ্যে ছিল না। বিভেদ ও অনৈতিক খন্ডিত বহুধা বিচ্ছিন্ন এই জাতির সামনে তখন অন্ধকার। কিন্তু অবক্ষয় বিনাশ মানব জীবনের শেষ কথা হতে পারে না ।তাই যুগস্রষ্টা কবিশিল্পীরা এগিয়ে এলেন সাহিত্য রচনা করতে ।সৃষ্টি হল অনুবাদ সাহিত্য।

এই অনুবাদ সাহিত্য রচনার পেছনে কিছু কারণ আছে:

এক :রামায়ণের মধ্যে ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির যে উজ্জ্বল পরিচয় আছে তাকে বিমূঢ় উদ্ভ্রান্ত জাতির সামনে তুলে ধরে তাদেরকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন যুগস্রষ্টা শিল্পীরা।

দুই :মূল রামায়ণ রচিত হয়েছিল সংস্কৃতে। কিন্তু আপামর জনসাধারণের কাছে সেই সাহিত্য অনুবাদের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো। ফলে উচ্চ নিচ কুলীন ধর্মনিষ্ঠ অকুলীন সর্বস্তরের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হতে চেষ্টা করল।

তিন: অনেক রক্তক্ষয় সংগ্রামের পর মুসলমানরাও বুঝতে পারল যে বিজিত জাতির সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখতে হলে তাদের সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার ।তাই তারা ভারতীয় কাব্য দর্শন ইত্যাদি অনুবাদে উৎসাহিত করলেন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান অংশ অধিকার করে আছে বিভিন্ন পুরাণাদির অনুবাদ গ্রন্থ ।এই অনুবাদের ধারা প্রধানত চারটি খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। যেমন রামায়ণ-মহাভারত ভাগবত এবং বিভিন্ন বৈষ্ণব দর্শন অলংকার ও কাব্য - লৌকিক কাহিনী মূলক গ্রন্থাদি ও খ্রিস্টধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। এদের মধ্যে রামায়ণের অনুবাদ সর্বাপেক্ষা বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল।

রামায়ণ কাহিনীর প্রতি বাঙালির আগ্রহ ছিল প্রবল। প্রাক তুর্কি আমলে অভিনন্দএবং সন্ধ্যাকর নন্দী রামায়ণ কাহিনী অবলম্বন করে সময়ের উপযোগী পরিবর্তন ঘটিয়ে সংস্কৃত ভাষায় কাব্য রচনা করলেন। মহাভারতের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন অবশ্য সম্ভব ছিল না। কারণ মহাভারত হয়েছে বাঙালির ; সম্ভ্রমের বস্তু আর রামায়ণ হয়েছে বাঙালির মনের সামগ্রী।

কৃত্তিবাস ওঝার প্রতিভার আশ্রয়েই আদি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ প্রচেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ। আদি কবি বাল্মিকীর কবি বীণায় যে রামায়ণ গান একদিন উচ্চারিত হয়েছিল কৃত্তিবাস তার প্রথম অনুবাদক।

কৃত্তিবাস ওঝার পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা পূর্ববঙ্গ ছেড়ে নদীয়ার ফুলিয়ায় বসবাস শুরু করেন। কয়েক পুরুষ ধরে তারা সেখানেই বসবাস করেন। কৃত্তিবাস ওঝার পিতা ছিলেন বনমালী ওঝা মাতা ছিলেন মালিনী। আত্মজীবনীতে কবি তাঁর আবির্ভাব সম্বন্ধে জানিয়েছেন:

"আদিত্যবার শ্রী পঞ্চমী পূণ্য মাঘ মাস
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস"।

অর্থাৎ কোন এক মাঘ মাসের সংক্রান্তির পুণ্য পঞ্চমী তিথির এক রবিবারে কবির জন্ম হয় । তবে এখানে কোন সালের উল্লেখ না থাকাতে এই আত্মবিবরণী নিয়ে পন্ডিত মহলে যথেষ্ট সংশয় আছে। কারোর মতে ১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে কৃত্তিবাসের জন্ম। আবার কারোর মতে ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দের কৃত্তিবাসের জন্ম। সুতরাং বলা যায় ১৩৮৬ - ৯৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কবির জন্ম। আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় কবি আসলে ১২ বৎসর বয়সে উত্তর দেশে পড়তে যান। পড়া শেষ করে রাজ পন্ডিত হওয়ার আশায় তিনি গৌড়েশ্বরের সভায় উপস্থিত হন এবং নিজের পান্ডিত্য ও কবিত্ব শক্তিতে রাজাকে মুগ্ধ করেন সাতটি শ্লোক পাঠ করে। রাজা মুগ্ধ হয়ে কবিকে পুরস্কার দিতে চাইলে কবি বলেন

"কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার"।।

রাজা খুশি হয়ে তাকে রামায়ণ কাব্য রচনা করতে বলেন। এরপর তিনি রামায়ণ রচনা করেন যার নাম শ্রী রাম পাঁচালী। আসলে কবি গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়েছিলেন কিন্তু কোন রাজার কাছে গিয়েছিলেন তার নামের উল্লেখ নেই। যেহেতু তার আত্মপরিচয় অংশে কোন কালের উল্লেখ নেই সেহেতু বিতর্কের একটা সম্ভাবনা থেকেই যায়। তবুও বলা যায় যে কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের সভায় দেখা দেন তার পরিবেশ ও পাত্র-মিত্রাদির বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে এই গৌড়েশ্বর হিন্দু সম্প্রদায় ভুক্ত। ইতিহাস বলে তুর্কি বিজয়ের পর বাংলাদেশে যে একমাত্র হিন্দুরাজা গৌড়েশ্বর এর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি হিন্দু রাজা গণেশ। ১৪১৪ থেকে ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তার রাজত্বকাল। অনেকের মতে কংসনারায়ণ ছিলেন কৃত্তিবাস বর্ণিত গৌড়েশ্বর। সেখানে বলা যায় যে কংসনারায়ণের আবির্ভাবকাল ষোড়শ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে। তাই অনুমান করা হয় কবি গনেশের রাজসভায় গিয়েছিলেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রাচীন পুঁথির সংখ্যা খুব কম। বেশিরভাগ পুঁথি অষ্টাদশ শতাব্দীর অনুলিখন ।দুই একটি সপ্তদশ শতাব্দীর। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর পুঁথি নেই। আসলে রামায়ণের

পুঁথিগুলি রামায়ণ গায়ক বা কথকদের অধিকারে থাকতো ।তারা নতুন পুথি তৈরি করে পুরনো পুঁথি ফেলে রাখতেন। গায়েনরা নতুন পুঁথিতে অনেক নতুন কথা জুড়ে দিতেন।

কবি কৃত্তিবাস সরল বাংলা ত্রিপদী পয়ার ছন্দে বাল্মিকী রামায়ণের মূল কাহিনী কে অতি সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। সুতরাং তাঁর রামায়ণকে আক্ষরিক অনুবাদ না বলে ভাবানুবাদ বলা চলে। কবি বাঙালি জনসাধারণের উপযোগী করে পাঁচালীর ঢং এ মূল রামায়ণকে পরিবেশন করেছেন ।তাই এতে আর্য রামায়ণের সুগভীর ভাষা বৈদগ্ধ চিত্রকল্পের বৈচিত্র রাম লক্ষ্মণ এর চরিত্র প্রভৃতি বেশি শিল্প উৎকর্ষ লাভ করেনি তা বলাই যায়। কৃত্তিবাসের রামায়ণের মূল সুর ভক্তি। তাই রাম কে কবি ভক্ত বৎসল দেবতা রূপে এঁকেছেন। আর ক্ষত্রিয় বধূ সীতা সর্বংসহা বাঙালি কুলবধূ এবং হনুমানের রঙ্গ রস বাঙালির সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। কৃত্তিবাসের কাব্য তৎকালীন যুগের বাঙালি জাতি ও সমাজকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে বাংলার লোকজীবনের কথা ও কাহিনী ও আছে ।বাঙালি জাতির মর্ম বাণী ধ্বনিত হয়েছে।

কৃত্তিবাস অত্যন্ত জনপ্রিয় কবি ছিলেন তার প্রমাণ তার যত পুঁথি পাওয়া গিয়েছে, আর কোন কাব্যের এত পুঁথি পাওয়া যায়নি। তার রামায়ণ কাব্যের মূল উৎস বাল্মিকী। কিন্তু অন্যান্য পুরান যেমন স্কন্দপুরাণ মার্কন্ডে য়পুরাণ জৈমিনের ভারতসংহিতা ইত্যাদি থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। আবার বাল্মিকীতে নেই এমন কিছু অংশ তিনি নির্মাণ করেছেন নিজস্ব কল্পনায়। যেমন দশরথের রাজ্যে শনির দৃষ্টি, দেবীর অকালবোধন, মুমূর্ষু রাবণের কাছে রামের রাজনীতি শিক্ষা ইত্যাদি। তবে একথা অস্বীকার করা যাবে না যে বাল্মিকীর মধ্যে যে গভীরতা ছিল যার ফলে তিনি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রচনা করেছেন কৃত্তিবাসের মধ্যে সেই গভীরতা ছিল না। তবুও কৃত্তিবাস অনন্য মহিমায় উজ্জ্বল।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ ভক্তি রসে নিমজ্জিত। বনের পশু বানরদের তিনি প্রেমের দ্বারা ধন্য করেছেন । আর বিভীষণ হয়েছেন রামের ভক্ত। রামায়ণে ভক্তিরই লীলা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ চিরযুগের। পাঁচালির ঢঙ্গে তিনি মূল রামায়ণকে পরিবেশন করেছেন। মূল রামায়ণে মহাকাব্যিক আদিম রুক্ষ মানবতা চরিত্রগুলিতে ছিল। সেখানে কৃত্তিবাসী রামায়ণে এসেছে সমকালীন বাঙালি চরিত্রের মৃদু তারল্য। মানব বীর্য ও বীরত্ব মহিমার মূল সুরটি পর্যন্ত সম্পূর্ণ ধর্ম ভাবনা ও ভক্তি রসের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছে। মূল রামায়ণের বীর রাম চরিত্র কৃত্তিবাসি রামায়ণে বাঙালি পরিবারের অগ্রজের মতো উদার, সহৃদয়, প্রেম পরায়ণ। তাই সীতার বিরহে তিনি হয়ে ওঠেন সকরুণ। ছলছল নয়নে তিনি সাধারণ মানুষের মতো ব্যক্ত করেন অন্তরের বেদনা।

“বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।

ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে।।
কি করিবো কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ"।।

অন্যদিকে লক্ষ্মণ ভ্রাতৃভক্তিতে মহৎ ,ক্ষত্রিয় বধূ সীতা হয়েছেন সর্বংসহা বাঙালি কুলবধু, দশরথ স্ত্রৈণ কিন্তু পুত্র স্নেহে ব্যাকুল। হনুমানের রঙ্গ রস বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয়ক। দশরথের পুত্রদের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে যে কাজকর্ম হয়েছে তা যেন বাংলার জীবন থেকে আহরণ করা। খাদ্যের বর্ণনাতেও কবি নিতান্ত বাঙালি। ১৪ বছর উপবাসী প্রিয় দেবরকে সীতা, নিজেও নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াচ্ছেন ।

"প্রথমে তে শাক দিয়ে ভোজন আরম্ভ
তারপরে সুপ আদি দিলেন সানন্দ
ভাজা ঝোল আদি করি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন
ক্রমে ক্রমে সবাকারে কৈল বিতরণ"।।

বাংলার প্রকৃতি পরিবেশ কৃত্তিবাসী রামায়ণে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এখানে অরণ্য নদী পশুপাখি সবই বাংলার। আর এভাবেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ হয়ে উঠেছে বাঙালি জীবনের দলিল।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১-২) - সুকুমার সেন
২। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (১-২) - গোপাল হালদার
৩।বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১-৫)— অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৪।বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১-২)– ভূদেব চৌধুরী
৫।বাঙালি জাতি ও বাংলা সাহিত্য (১-২) - আহমেদ শরীফ
৬।মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 1 সুখময় মুখোপাধ্যায়
৭।বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আদি ও মধ্যযুগ)— দেবেশকুমার আচার্য